সঙ্কটময় বিশ্বের জন্য সাহায্য

জেমস টি. মরিস
নির্বাহী পরিচালক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা

সহমর্মিতা ও শুভেচ্ছার এই মওসুমেও একটা বেদনাদায়ক সত্যের মুখামুখি আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি: আর তা হলো এই যে, দাতা দেশগুলোর উদারতা এবং ত্রাণ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও মানবিক সংস্থাগুলো বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র নিরসনে পুরাপুরি সাড়া দিতে পারছে না।

এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? এর সহজ জবাব দেয়া যায় এই বলে যে – অর্থের অভাব। এটা সত্য যে, জরুরী মানবিক সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ কখনই খুব সহজ নয়। যে সব দাতা দেশ বরাবর এ ধরনের মানবিক সাহায্য দিয়ে থাকে ইদানীংকালে সহায়তা প্রদানে তাদের অনীহাও এর একটি বড় কারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আসে নানা দেশে চলা সশস্ত্র সংঘাত আর রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে সৃষ্ট জরুরী অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। সাম্প্রতিক সময়ে এই সব কারণ বেশ বেড়ে চলেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোয় বর্তমানে যে খাদ্য সঙ্কট চলছে তার কথা বলা যায়। এই অঞ্চলে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া লোকের সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লাখ থেকে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৪ লাখে। এদিকে আফ্রিকার শৃঙ্গ বলে পরিচিত ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, জিবুতি এলাকায় আলামত দেখা যাচ্ছে আর এক ভয়াবহ খরার। এই এলাকায় অনাহারী মানুষের সংখ্যা এক লাফে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১ কোটিরও বেশী। এটাও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোর জন্য এক বড় রকমের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একই সঙ্গে, আফ্রিকা মহাদেশেরই অপর প্রান্তে মৌরিতানিয়ার জনগণ খরার কারণে ইতিমধ্যে মারাত্মক রকমের খাদ্য সঙ্কটে পড়তে শুরু করেছেন। এই খরার প্রকোপ প্রতিবেশী আরো পাঁচটি দেশকেও গ্রাস করতে চলেছে। এই অঞ্চলে মোট ১৫ লাখ মানুষ এখন অনাহারের হুমকির মুখে। বৃষ্টিপাত যদি সে ভাবে না হয় তাহলে সাহেল (সাহারা মরু সংলগ্ন) এলাকার বিশাল এলাকা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মধ্য আমেরিকায় খরার কারণে খাদ্যাভাবে পড়েছেন ১৫লাখ মানুষ। অন্যদিকে ঠিক সাগরের ওপারে এশিয়া মহাদেশে চলছে বন্যার তান্ডব। চার বছরের খরা এবং যুদ্ধ–সংঘাতের কারণে প্রায় ১ কোটি আফগানের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিশ্ব সমাজ সাহায্যের আবেদনে প্রাথমিক ভাবে সাড়া দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। খাদ্যাভাবের কারণে অনেক আফগান দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে পারেন বলে শঙ্কা রয়েছে।

আরো খারাপ খবর হলো এই যে, দাতা দেশগুলোর কাছ থেকে সাহায্য না পাওয়ায় আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উত্তর কোরিয়ার তিরিশ লাখ নারী, পুরুষ ও বয়স্ক মানুষ। জানুয়ারী মাসে সাহায্য–বঞ্চিত উত্তর কোরীয় লোকের সংখ্যা আরো ১৫ লাখ বাড়বে। এই ৪০ লাখ মানুষের সমস্যা কোন ভাবে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। যেমন এড়ানো যাবে না সারা বিশ্বের ৩০ কোটি ক্ষুধার্ত শিশুর চাহিদার কথা । খাদ্য সঙ্কটের মাঝে বেড়ে ওঠা এই সব শিশু শিকার হবে শারীরিক ও মানসিক সমস্যার যার বোঝা পরবর্তীতে বইতে হবে সমাজকেই। এর ফলে ব্যাহত হবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

বাস্তবতা হলো এই যে, বিশ্ব বদলে গেছে অনেকটা। বিশ্বায়নের ফলে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, সন্ত্রাসের ন্যায় ক্ষুধা ও দারিদ্রও আমাদের জীবনে জেঁকে বসেছে। টেলিভিশনের পর্দায়

ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। দুঃখ–দুর্দশার জীবন পেছনে ফেলে আসার তাগিদে যারা বাধ্য হয়ে দেশান্তরী হন তারা আমাদের সমাজে ঢুকে পড়ছেন।

সরকার ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে চাওয়া–পওয়ার হিসেব–নিকেশটাও বিশ্ববাসীর বদলে গেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী গঠনের কথা উলেখ করা যায়। আজ থেকে ৪০ বছর আগে এই উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি গঠন করা হয়েছিল যে, যে সব দেশে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকে সে সব খাদ্য শস্য গরীব দেশগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করবে এই সংস্থা।

আজকের বিশ্বে ২৪ ঘন্টা ধরে সংবাদ প্রচারের যুগে পৃথিবী পাল্টেছে অনেকটা। বিশ্বের কোথাও খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে তার ত্বরিৎ ও কার্যকর সমাধানও আশু করণীয় হয়ে দেখা দেয়। আজকের বিশ্ব অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ দেখতে আর রাজী নয়।

কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো এই যে, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী এবং সেই সঙ্গে আরো শত শত দক্ষ বেসরকারী সংস্থা বিশ্বের এই সব সঙ্কট মোকাবিলায় ক্রমেই বেশী করে হিমশিম খাচ্ছে। তারা বলছে, স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদার ওপর নির্ভরশীল এই সব সংস্থা একদিকে সরকারগুলোর বাজেটহ্রাস এবং অন্যদিকে মানবিক সাহায্যের চাহিদা বৃদ্ধি– এই দুই চাপ মোকাবিলা করতে পারছে না। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব।

আরো বড় সমস্যা হলো, অধিকাংশ দুর্যোগ সম্পর্কেই আগে–ভাগে কিছু জানা যায়না এবং সরকারগুলোর বাজেট প্রনয়ণ কাঠামোর অওতায়ও এগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্ব বর্তমানে যে সব মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলা করছে তা এই খাতে বর্তমান অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থায় পূরণ করা সম্ভব নয়। হাজার হাজার মাইল দুরের সঙ্কট মোকাবিলায় অর্থ যোগাতে রাজী করাতে খুব

কম সরকারই তাদের দেশের আইন প্রণেতাদের শরণাপন্ন হতে চায়।

যদি টেলিভিশনের ছবি দেখে আর উৎকণ্ঠিত না হতে হয় এবং যদি আয়নায় নিজের উদ্বেগ–শঙ্কুল প্রতিবিম্ব না দেখতে হয় তাহলে বিশ্বের মানবিক সঙ্কট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে আমাদের। এ জন্য সরকারগুলোকে সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাধারণ মানুষদের: কেননা, তারাই ত নির্ধারণ করেন কি ধরণের সামজে তারা বাস করতে চান।

==========

জিআর / ডিসেম্বর ২৯, ২০০২

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'–এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০–৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই–মেইল: ফযধশধ@ঢ়ফ.ংঃধঃব.মড়া এবং ডবনংরঃব: যঃঃঢ়://ীীী.ংবসনধংু–ফযধশধ.ড়ৎম) যোগাযোগ করুন।